যুগান্তর

তারিখ ... 31 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডোমারের শালকী প্রাথমিক বিদ্যালয়

হাজিরা খাতায় শিক্ষকদের আগাম স্বাক্ষর : তদন্ত শুরু

ডোমার (নীলফামারী) প্রতিনিধি

ডোমারে শালকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নিয়মিত ও সময়মতো না এসে হাজিরা খাতায় আগাম স্বাক্ষর করছেন শিক্ষকরা। এতে ব্যাহত হচ্ছে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা জীবন। ম্যানেজিং কমিটির এ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শনিবার দুপুরে তদন্ত করে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় কর্তৃপক্ষ। উপজেলার ডোমার পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডের কলেজপাড়ার শালকী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বেসরকারি অবস্থায় প্রধান শিক্ষক মোস্তফা ফারুক প্রধান, তোবারক হোসেন, তৃপ্তিরানী অধিকারী, আরতী রানী সাহা ছিলেন। তৃপ্তিরানী অধিকারী ছাড়া সবাই অবসরে যান। তাদের স্থলে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে আসেন কল্যাণী রানী অধিকারী, তারিখ আহসান, তিতলী জাহান। সাবেক প্রধান শিক্ষক মোস্তফা ফারুক ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব দেন তৃপ্তিরানী অধিকারীকে। তারা সহকারী শিক্ষা অফিসারদের সন্তুষ্ট করে বিভিন্ন অনিয়মসহ শিক্ষক হাজিরা খাতায় আগাম স্বাক্ষর দিয়ে অনুপস্থিত থাকছেন। ২৮ জুলাই ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ভোলানাথ অধিকারী বিদ্যালয়ে পরিদর্শনে দেখতে পান আগামী আগস্ট মাসের ১ ও ২ তারিখে শিক্ষক কল্যাণী রানী অধিকারী, তারিখ আহসান, তিতলী জাহান আগমন ও প্রস্থানের সময় উল্লেখ করে স্বাক্ষর করেন যা চাকরি বিধির পরিপন্থী। এ নিয়ে ওই দিন ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিসহ কমিটির সাতজন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। শনিবার অভিযোগের তদন্তে আসেন নীলফামারী জেলা শিক্ষা কার্যালয়ের সহকারী মনিটরিং কর্মকর্তা হাছান তারিখ। অভিভাবক আবদুস ছালাম, মনোয়ার হোসেন, আবদুর রহিম জানান, বেসরকারি অবস্থায় ২০/২৫ বছর ধরে স্কুল চলছে, কোনো সমস্যা ছিল না। কিছুদিন আগে নতুন শিক্ষকরা এলে শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। স্কুল সঠিকভাবে লেখাপড়া হচ্ছে না। নতুন শিক্ষকরা কখনও সকাল ১০টায় আবার কখনও সকাল সাড়ে ১০টায় স্কুলে আসেন। ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ভোলানাথ অধিকারী জানান, শিক্ষকরা নিয়মিত ও সঠিক সময়ে আসেন না।